তারিখ ... 13 SEP 2015 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

দৈনিক
ইত্তেফাক

আলোকপাত ■ ড. আর এম দেবনাথ

শিক্ষার উপর 'ভ্যাট' আরোপ কিছু কথা কিছু প্রশ্ন

বৃহস্পতিবার ঠিক দুপুর বেলা, ঈশা খাঁ হোটেলের মোড়ে গাড়িতে বসে আছি। শান্তিনগর মোড়, রাজারবাগ পুলিশ লাইন, মতিঝিল কলোনি বাজার হয়ে যাব কমলাপুর স্টেশন। কিন্তু গাড়ি নড়ছে না, আগের গাড়িও না, পেছনের গাড়িও না। দশ মিনিটের রাস্তা অথচ দশ মিনিট যায়, কুড়ি মিনিট যায়, এক ঘন্টা যায় গাড়ি এগোচ্ছে ইঞ্চি ইঞ্চি করে। কেউ কিছু বলতে পারছে না। ঘন্টা দেড়েক পর জানা গেল পুলিশ রাস্তা আটকে রেখেছে। কেন? কেউ জানে না। আরো পরে জানা গেল—ছাত্রদের বিক্ষোভ। ঘন্টা দু'য়েকে শান্তিনগর বাজারের কাছে পৌঁছে বিপরীত দিকে একটি ছাত্রের দেখা। তার গায়ে লেখা 'কিল আস, নো ভ্যাট'। ছাত্ররা অনুমতি পেয়েছে এগিয়ে যাওয়ার। গাড়ি 'মুভ' করল। স্টেশনে পৌঁছলাম প্রায় তিন ঘণ্টায়—অথচ রাস্তা দশ মিনিটের। বুঝলাম 'ভ্যাট' বিরোধী ছাত্রবিক্ষোভ। পরের দিন কাগজে দেখলাম আগের দিন প্রায় সারা ঢাকা শহরের চিত্রই ছিল এই রকম। অভূতপূর্ব ট্রাফিক জ্যাম—বিশেষ করে ছাত্রদের বিক্ষোভের কারণে। এমনিতেই ঢাকা শহর জ্যামের শহর। কিন্তু ছাত্রদের বিক্ষোভে তা বিস্ফোরণোম্মুখ অবস্থায় পৌঁছেছে। কীসের জন্য? প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের ওপর থেকে ভ্যাট প্রত্যাহারের জন্য। ভাগ্যিস এই আন্দোলন, নতুবা জানতামই না যে, তাদের ওপর সাড়ে সাত শতাংশ হারে ভ্যাট আরোপিত হয়েছে—২০১৫-১৬ অর্থবছরে। ব্যবসায়ীরা হলে তা হত না, তারা একটা টেলিফোন করত, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী সোনারগাঁও হোটেল থেকে নাস্তা এনে বৈঠকে বসত, সমস্যার সমাধান হয়ে যেত মুহূর্তেই। কিন্তু দুর্বল ছাত্র বলে কথা।

কাগজে দেখলাম সরকার ছাত্রদের সাথে বসবে না। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বলছে: 'ভ্যাট' ছাত্ররা দেবে কেন? 'ভ্যাট' দেবে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। কারণ তাদের বর্তমান বেতন কাঠামোতেই 'ভ্যাটের' টাকা অন্তর্ভুক্ত আছে। কাজেই বেতন না বাড়িয়েই বিশ্ববিদ্যালয়গুলো 'ভ্যাট' দেবে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে। এদিকে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সমিতি প্রধান শেখ কবীর হোসেন বলছেন, তারা 'ভ্যাট' দেবেন না? কারণ তারা ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান নয়, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো 'নন-প্রফিট' সংগঠন, এগুলো চালায় 'ট্রাস্ট'। তিনি আরো বলছেন, তারা সরকারের কোনো ভর্তুকী পান না। কেন তারা ভ্যাট দেবে? ছাত্র-ছাত্রীদের বেতনের টাকায় শিক্ষকদের বেতন দেয়া হয়। যদি 'ভ্যাট' দিতে হয় তাহলে ঐ টাকা ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে আদায় করা হবে—এটাই হচ্ছে নিয়ম। দেখা যাচ্ছে ছাত্র-ছাত্রীরাও শেখ কবীর আহমদের কথাই বলছেন। তারা বলছেন তাদের কাছ থেকে 'ভ্যাট' আদায় করা হচ্ছে। এটা একটা বোঝা। প্রতি সেমিস্টারে এক-দুই হাজার টাকা বাড়তি খরচ। এমনিতেই তারা বোঝার ভারে ন্যুজ, তাই তারা আর বোঝা বহনের ক্ষমতা রাখে না, অতএব 'কিল আস, নো ভ্যাট'। সরকার ও রাজস্ব বিভাগ, বিশ্ববিদ্যালয় ও ছাত্র-ছাত্রীরা দেখা যাচ্ছে, এমতাবস্থায়, পরস্পর বিবদমান অবস্থায়। অতএব ছাত্র-ছাত্রীদের আন্দোলনও অব্যাহত থাকবে বলে শুধু দৃশ্যমান নয়, ছাত্রদের কর্মসূচিও তাই। অতএব দুর্দশা বাড়ার আশঙ্কা যদি ফায়সালা না হয়।

এদিকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সংসদে বলেছেন 'ভ্যাট শিক্ষার্থীরা নয়, দেবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। সংসদে সমাপনী ভাষণে তিনি আরো বলেছেন, এ কথা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মেনেও নিয়েছে। তারা কিছু শর্ত মেনে নিয়েই মেনে নিয়েছে। কিন্তু এখন দেখি একটি বিল্ডিংয়েই ২-৩টি বিশ্ববিদ্যালয়। এগুলো বিশ্ববিদ্যালয় কীভাবে? মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সমাপনী বক্তব্যের পর আর কথা থাকে না। কিন্তু দেখা যাচ্ছে শেখ কবীর আহমদ 'প্যাঁচ' লাগাচ্ছেন, তাহলে এই সমস্যার সমাধান কী?

সমাধান কী তা আমি জানি না কিন্তু বিষয়টি যখন ছাত্র-ছাত্রীরা তুলেছেই তাই এর উপর কিছু আলোকপাত করা যায়। 'ভ্যাট' প্রথা চালু হয়েছে প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমান সাহেবের অত্যুৎসাহে। সে অনেক আগের কথা। এটি একটি পরোক্ষ কর এবং দেখা যাচ্ছে 'জন্ম এবং মৃত্যু' ছাড়া এখন সবকিছুতেই 'ভ্যাট' চালু হয়েছে। এটা একটা সর্বগ্রাসী পদ্ধতি। তারপরও দেশবাসী তা মেনে নিয়েছে, কারণ বলা হচ্ছে সারা পৃথিবীতেই এটা চালু— ধন্যবাদ আইএমএফ, বিশ্বব্যাংক ও বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থাকে। তারা প্রত্যক্ষ করের পাশাপাশি আমাদের মত দেশগুলোতে পরোক্ষ করের পদ্ধতিও জবরদস্তভাবে চালু করার ব্যবস্থা করে মানুষের কষ্ট বাড়াচ্ছে। এতদসত্ত্বেও কিছু মৌলিক প্রশ্ন তোলা যায়। প্রথমত, পদ্ধতিগতভাবেই 'ভ্যাট' দেবে ভোক্তারা। যেকোনো 'চেইন শপে' গেলে যে বিল পাওয়া যায় তা ভ্যাটসহ। ঐ টাকা ক্রেতাকে দিতে হয়। কথা আছে ঐ টাকা তারা সরকারের কাছে জমা দেবে—দেয় কীনা না ভিন্ন বিষয়। এমতাবস্থায় রাজস্ব বিভাগ যে বলছে 'ভ্যাট' দেবে বিশ্ববিদ্যালয় এবং তা বর্তমান বেতন কাঠামোতেই অন্তর্নিহিত রয়েছে এর অর্থ কী? যদি তাই হয় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাবশালী সভাপতি কী করে এই কথা বলেন যে, ভ্যাট দেবে ছাত্ররা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীও কতিপয় শর্তের কথা বলেছেন যা মেনে মালিকরা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইসেন্স নিয়েছেন এবং সারা দেশে যখন 'লক্ষ্মীর' সাধনা চলছে, তখন ব্যবসায়ীরা 'সরস্বতীর' বকলমে লক্ষ্মীর-সাধনায় মত্ত হয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী অভিযোগ করেছেন একই বিল্ডিং-এ দুই তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়। কাণ্ড দেখুন, দেখা যাচ্ছে সরকারের কোনো নিয়ম-নীতিই তারা মানছে না, 'ভ্যাটের' শর্তও মানছে না। আরেকটি মৌলিক প্রশ্ন আছে। সেটি অধিকার প্রশ্নে। সংবিধান বলছে শিক্ষা একটি অধিকার।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তির ব্যাপারে পরীক্ষা পদ্ধতির বিরোধী। তিনি বলেছেন শিক্ষা একটি অধিকার। এই প্রসঙ্গেই প্রশ্ন: ভ্যাট যদি আরোপিত হয়, আর তা যদি শিক্ষার্থীদের দিতে হয় তাহলে তা তো ঐ নীতির বিরোধী অবস্থান হয়। শত হোক 'ভ্যাট' শিক্ষার খরচ বাড়ায়, এমনিতে বছরের পর বছর ধরে প্রাথমিক শিক্ষায়, উচ্চতর শিক্ষায় শতকরা হিসাবে বাজেট বরাদ্দ কমছে। তার উপর শিক্ষার খরচ বাড়ানো হলে অবস্থাটা কী দাঁড়ায়? আরো একটি কথা আছে। ভ্যাট শিক্ষার্থীদের দিতে হলে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা তা দেবে না কেন? এটা তো এক দেশে দুই নীতি। হ্যাঁ— এটা যুক্তির কথা বলা হয়। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে ধনীর সন্তানরা। এর পক্ষে কোন তথ্য সরকারের কাছে আছে কী? একটা জরীপ করা হোক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে কারা পড়ে। এদের কতজন ধনীর সন্তান, কতজন মধ্যবিত্তের সন্তান, কতজন নিম্নবিত্তের সন্তান, কতজন জমি বিক্রি করে পড়ে, কতজন চাকরি করে নিজের টাকায় পড়ে। এসবের তথ্যভিত্তিক বিশ্লেষণ দরকার যাতে আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি ধনীরাই বেসরকারি স্কুল-কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে। বাস্তব অবস্থা হচ্ছে সরকার শিক্ষাকে অধিকার বলে স্বীকার করে নিলেও সরকারি স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের জায়গা দিতে পারছে না। যারা জায়গা পাচ্ছে তারাও গুণগতমানে উৎকর্ষ শিক্ষা পাচ্ছে না। এমতাবস্থায় বলা যায় না যে মধ্যবিত্ত শখ করে তাদের ছেলে-মেয়েকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ায়? আমি অন্তত পাঁচজন ছাত্র-ছাত্রীকে জানি যারা চাকরি করে নিজেদের অল্প বেতনের টাকা দিয়ে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে। এতে যদি একটা ডিগ্রি তার জীবনে উন্নতি এনে দেয়!

'ভ্যাট' এমনভাবে প্রযোজ্য হচ্ছে যা রীতিমত আতঙ্কজনক—বিশেষ করে স্কুল পর্যায়ে। দেখা যাচ্ছে ঢাকা শহরের বহু বেসরকারি স্কুলে খাতা-কলম, প্রশ্নপত্র, পোশাক ইত্যাদি ক্রয়ের জন্যও 'ভ্যাট' দিতে হয়। এখানেও প্রশ্ন— ধনীদের ছেলে-মেয়েরা পড়ে—ভ্যাট দেবে না কেন? কে সরকারকে বোঝাবে যে এসব স্কুলের ছেলে-মেয়ের বেশিরভাগই মধ্যবিত্তের ছেলে-মেয়ে। বিত্তশালী, প্রভাবশালীদের ছেলে-মেয়েরা তো দেশে নেই—তারা বিলেত ... অস্ট্রেলিয়ায় লেখাপড়া করে। অনেকে সেসব দেশের নাগরিকও বটে। তারা 'ডলারে' হিসেব করে যেমন করতেন সাইফুর রহমান। তিনি একবার বলেছিলেন ডলারে হিসাব করলে বাংলাদেশ হচ্ছে সবচেয়ে 'সস্তা' দেশ। ঐ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে সমস্যাই ভিন্ন মাত্রা পেয়ে যায়। ঐদিকে না যাওয়াই ভাল।

দৈনিক ইত্তেফাকের শিরোনাম: 'শিক্ষার্থী নয়, ভ্যাট দেবে বিশ্ববিদ্যালয় এনবিআরের ব্যাখ্যা, বাস্তবতা ভিন্ন'। এরপরে আর কোনো কথা থাকে না। সবাই আমরা জানি, অভিজ্ঞতা থেকেই জানি ব্যবসায়ীরা কখনও ভোক্তাদের স্বস্তি দেয় না। সরকার কর হ্রাস করলে সেই সুবিধা ব্যবসায়ীরা মানুষকে দেয় না। আর বাড়ালে তা বাজেটের আগে কার্যকর করে তারা। এটা ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা। দেখা যাচ্ছে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মালিকরাও তাই করছেন। মুখে বলছেন তারা 'ট্রাস্ট' করে চালাচ্ছেন। কিন্তু বাস্তবে চালাচ্ছেন বাণিজ্যিক ভিত্তিতে—পুরোপুরি বাণিজ্যিক ভিত্তিতে। তাদের সহায়-সম্পদ বিপুল। এই নিয়ে কত স্বার্থের দ্বন্দ্ব হচ্ছে, নিজেদের মধ্যে মারামারি হচ্ছে। যেটা হচ্ছে না তারা 'লেখাপড়াটা' করাচ্ছেন না। ছেলে-মেয়েদের কাছ থেকে অতিরিক্ত টাকা নিচ্ছেন। একটা জরীপ হওয়া দরকার এই যে 'বিল্ডিং-এ দুইটা-তিনটা বিশ্ববিদ্যালয়', পাড়ায় পাড়ায় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় তাদের 'বিবিএ এবং এমবিএ'রা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দিয়ে কতজন চাকরি পাচ্ছে? দেখা যাবে বিপুলাংশই তারা অন্যদের সাথে প্রতিযোগিতা করতে পারছে না। এমতাবস্থায় কঠোর নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আনা দরকার এসব বেসরকারি স্কুল-কলেজ, মেডিকেল কলেজ, কারিগরী বিশ্ববিদ্যালয় ও সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে। কোন ছাড় দেয়া ঠিক হবে না। প্রত্যেকটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের 'গ্রেডিং' হওয়া দরকার যাতে ছাত্র-ছাত্রীরা বুঝতে পারে কোন্ বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি ভালো, কোন্‌টি মন্দ। এতে ঠকানোর ব্যবসাটা অন্তত নিরুৎসাহিত হবে। উপস্থিত ক্ষেত্রে 'ভ্যাট' সমস্যার সমাধান চাই। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে কথা বলেছেন 'ভ্যাট দেবে বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষার্থী নয়'—তার বাস্তবায়ন চাই। এমন যেন না হয় 'ভ্যাট' দিয়ে নানা কায়দায় সেই টাকা তুলে নেয়া হয়। শিক্ষা অধিকার এটাই মূল নীতি। তবে ঢালাওভাবে উচ্চশিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি—ইংরেজি, ব্যাকরণ, অঙ্ক, বিজ্ঞান শিক্ষা উপেক্ষা করে কোনভাবেই কাম্য নয়। দুইতলা তিনতলা নয়, শক্ত করা দরকার 'ফাউন্ডেশন'। আশা করি এই কাজটি এখনই শুরু হবে। গুণগত মানবৃদ্ধি থাকতে হবে এক নম্বরে।

পরিশেষে একটা কথা বলা দরকার। সরকারও 'এনবিআর'-এর বহু বিধি-বিধান পরিষ্কার নয়, অস্পষ্ট। এর সুযোগ নেয় তলার কর্মকর্তারা। একটা উদাহরণ দিই। ২০১২ সালের দিকে প্রচণ্ড সমালোচনার মুখে সঞ্চয়পত্রের উপর সুদের হার পুনর্নির্ধারিত হয়। সেই সুদের হারের নির্ধারণের সময় 'উৎসে আয়কর কর্তন' করে তা করা হয়। তার অর্থ সঞ্চয়পত্রের উপর যে সুদ প্রাপ্ত হয় তার উপর কর কর্তিত হচ্ছে এবং সেই 'কর' চূড়ান্ত হিসাবের সময় বাদ যাওয়ার কথা। অথচ তা হয় না। একেকজন একেকভাবে ব্যাখ্যা করে করদাতাদের ঠকানো হয়। এর ওষুধ কী? জানা মতে নেই। বর্তমান 'ভ্যাট' সমস্যাও তাই। ভ্যাট দেয়ার কথা বিশ্ববিদ্যালয়ের অথচ দিচ্ছে শিক্ষার্থীরা। অস্পষ্টতা কাকে বলে? অস্পষ্টতাই যদি না হয় তাহলে কী করে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ভ্যাটের বোঝা শিক্ষার্থীদের ওপর চাপায়? নিশ্চয়ই তাদের খুঁটি ভীষণ শক্ত। তবে এ কথাও মনে রাখা দরকার 'ছাত্রশক্তি' করতে পারে না এমন কিছু নেই— অতীতে এ কথা তারা বারবার প্রমাণ করেছে।

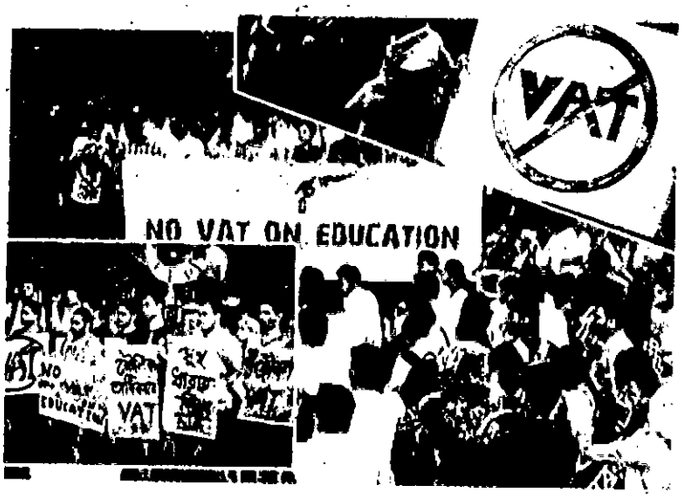

এতদসত্ত্বেও কিছু মৌলিক প্রশ্ন তোলা যায়। প্রথমত, পদ্ধতিগতভাবেই 'ভ্যাট' দেবে ভোক্তারা। যেকোনো 'চেইন শপে' গেলে যে বিল পাওয়া যায় তা ভ্যাটসহ। ঐ টাকা ক্রেতাকে দিতে হয়। কথা আছে ঐ টাকা তারা সরকারের কাছে জমা দেবে—দেয় কীনা না ভিন্ন বিষয়। এমতাবস্থায় রাজস্ব বিভাগ যে বলছে 'ভ্যাট' দেবে বিশ্ববিদ্যালয় এবং তা বর্তমান বেতন কাঠামোতেই অন্তর্নিহিত রয়েছে এর অর্থ কী?

● লেখক : ম্যানেজমেন্ট ইকোনমিস্ট ও সাবেক শিক্ষক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়